গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
কৃষি আবহাওয়া মহাশাখা
আবহাওয়া ভবন, ই-২৪, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.bmd.gov.bd

নম্বর: ২৩.০৯.০০০০.০৩৫.৫১.০০১.২৪.৩৪ তারিখঃ ১৭ ভাদ্র ১৪৩১ / ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাসের সময়কাল: ০১-০৯-২০২৪ খ্রিঃ থেকে ০৭-০৯-২০২৪খ্রিঃ।

Spatial distribution of Rainfall (mm)
Period (01-09-2024 to 07-09-2024)

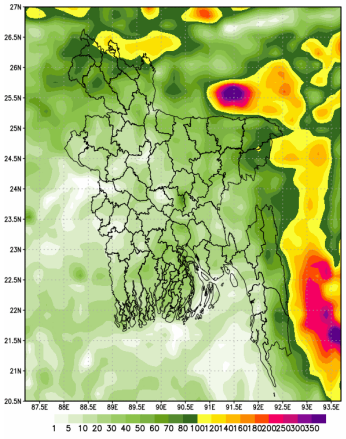

Spatial distribution of Rainfall (mm)
Period (08-09-2024 to 15-09-2024)

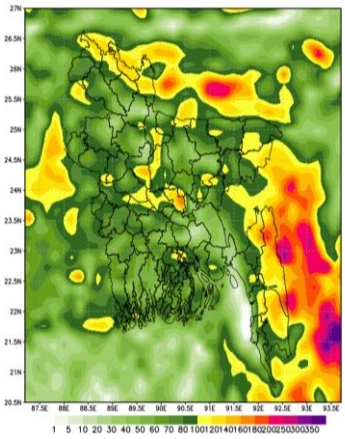

- ২২-০৮-২০২৪ হতে ৩১-০৮-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত দেশের দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কাল-এর গড় ৪.৬৬ ঘন্টা ছিল।
- ২২-০৮-২০২৪ হতে ৩১-০৮-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.২৬ মি.মি. ছিল।

কৃষি আবহাওয়া পূর্বাভাসঃ ০১-০৯-২০২৪ খ্রিঃ থেকে ০৭-০৯-২০২৪খ্রিঃ।

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্যকিরণ কাল ৪.০ থেকে ৬.০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে।

এ সপ্তাহে বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.০ মি.মি. থেকে ৪.০ মি.মি. থাকতে পারে।

- মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় রয়েছে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে সিলেট, চট্টগ্রাম, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের অনেক স্থানে এবং দেশের অন্যত্র কিছু স্থানে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং সেই সাথে কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। এই সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকা, ময়মনসিংহ, রংপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক স্থানে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।
- এ সময়ের মধ্যে সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা (৩০±২) °C এবং রাতের তাপমাত্রা (২৫.৫±১) °C এর মধ্যে থাকতে পারে।

***দ্রষ্টব্য: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবিত বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে।

Rain Category		Coverage Area
Light Rain	1-10 mm/day	At one or two places: 1-25%
Moderate Rain	11-22 mm/day	At a few places: 26-50%
Moderate Heavy Rain	23-43 mm/day	At many places: 51-75%
Heavy Rain	44-88 mm/day	At most places: 76-100%
Very Heavy Rain	> 88 mm/day	

(শেখ শাহজাহান আলম)
উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
পরিচালকের পক্ষে
টেলিফোন: ০২-৪১০২৫৭১৩ (অফিস)

পর্যবেক্ষণকৃত আবহাওয়া বিবরণীসমূহ, সময়কালঃ ২২-০৮-২০২৪ থেকে ৩১-০৮-২০২৪ খ্রিঃ

বিভাগের নাম	স্টেশনের নাম	মোট বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)	স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)	বিচ্যুতি (%)	মোট বৃষ্টিপাতের দিন	সর্বোচ্চ গড় আর্দ্রতা (%)	সর্বোনিম্ন আর্দ্রতা (%)	গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (^{0}C)	গড় স্বভাবিক তাপমাত্রা (^{0}C)	সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা (^{0}C)	সর্বনিম্ন স্বাভাবিক গড় তাপমাত্রা (^{0}C)
ঢাকা	ঢাকা	১০৩	৯৫	৮.৪	৯	৯৪	৬৯	৩২.৪	৩২.৩	২৬.৫	২৬.৫০
	টাঙ্গাইল	**	৭৭	**	**	**	**	**	৩২.৬	**	২৬.১০
	ফরিদপুর	১০৯	৮২	***	৬	৯৬	৭০	৩২.৬	৩২.১	২৬.২	২৬.৩০
	মাদারীপুর	১৪৭	৯৬	***	৬	৯৪	৭৫	৩১.৪	৩২.৪	২৬.১	২৬.২০
	গোপালগঞ্জ	১৬৯	৫৯	***	৬	৯৭	৮০	৩১.১	৩২.৫	২৬.০	২৬.৬০
	নিকলী	৬৬	**	***	৮	৯২	৭১	৩২.৯	**	**	**
	আরিচা	**	**	***	**	**	**	**	**	**	**
	নরসিংদী	**	**	***	**	**	**	**	**	**	**
	নারায়ণগঞ্জ	**	**	***	**	**	**	**	**	**	**
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৩৯	১২৬	-৬৯.০	৪	৯৪	৬৭	৩২.৬	৩১.৮	২৭.০	২৬.২০
	নেত্রকোনা	২৪৭	১০৩	***	৮	৯৪	৬৭	৩২.৫	৩২.১	২৬.৮	২৬.৭০
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	২৮৯	১৪২	***	৯	৯৬	৭৭	৩১	৩১.৬	২৫.৫	২৫.৫০
	সন্দ্বীপ	২৫৭	১৮৬	৩৮.২	৮	৯৮	৮০	৩১.০	৩০.৯	২৫.১	২৫.৬০
	সীতাকুন্ড	**	১৮৭	***	**	**	**	**	৩১.৬	**	২৫.৪০
	রাঙ্গামাটি	২০৭	১২৫	***	১০	৯৬	৪৫	৩১.৯	৩১.৯	২৪.৬	২৪.৮০
	কুমিল্লা	৭২	৯৩	***	৬	৯৪	৭০	৩১.৫	৩২	২৬.১	২৫.৭০
	চাঁদপুর	১২০	১০৯	১০.১	৬	৯৯	৭৮	৩২.১	৩২.১	২৬	২৬.১০
	মাইজদীকোর্ট	৩৬১	১৭১	***	৭	৯৮	৭৬	৩০.৮	৩১.৫	২৬.০	২৬.০০
	ফেনী	১৯০	১৫০	***	৯	৯৭	৭৭	৩২.৬	৩১.৫	২৫.৭	২৫.৪০
	হাতিয়া	২৬৩	১৪০	***	৯	৯৭	৮০	৩০.৭	৩০.৮	২৬	২৫.৭০
	কক্সবাজার	৩০৮	১৯৪	***	৭	৯৭	৭৯	৩০.৫	৩১.১	২৫.৩	২৫.৪০
	কুতুবদিয়া	**	১৪৬	***	**	**	**	**	৩১	**	২৫.৬০
	টেকনাফ	**	২৪৪	***	**	**	**	**	৩০.৫	**	২৫.২০
	আমবাগান	**	১১২	***	**	**	**	**	৩১.৮	**	২৫.৬০
	বান্দরবন	**	**	***	**	**	**	**	**	**	**
	রামগতি	**	**	***	**	**	**	**	**	**	**
সিলেট	সিলেট	৫৪	১৭৯	***	৭	৯৫	৬৫	৩৩.৫	৩২.১	২৬.৩	২৫.৩০
	শ্রীমঙ্গল	১৬৪	৮৮	***	৮	৯৭	৬৭	৩৩.২	৩২.৭	২৫.৬	২৫.২০
রাজশাহী	রাজশাহী	৭০	৮৩	***	৮	৯৮	৬৮	৩৩.৬	৩৩.৩	২৬.৭	২৬.২০
	ঈশ্বরদী	২৪৭	৭২	***	৬	৯৮	৬১	৩৩.৩	৩২.৯	২৬.৩	২৬.২০
	বগুড়া	৫২	৮২	***	৩	৯৬	৫২	৩৩.২	৩২.৬	২৬.৯	২৬.৪০
	বদলগাছী	৪৭	৭১	***	৪	৯৮	৬০	৩২.৫	৩২.৯	২৬.৩	২৬.৬০
	তাড়াশ	৮২	৬৬	***	৫	৯৬	৬৭	৩৩	৩৩.৩	২৭	২৭.২০
	বাঘাবাড়ি	**	**	***	**	**	**	**	**	**	**
রংপুর	রংপুর	৯	১২৮	-৯৩.০	৪	৯৩	৬০	৩৪.৭	৩২.১	২৭.৩	২৬.১০
	দিনাজপুর	১৯	১৩৩	***	২	৯৪	৬৩	৩৪.০	৩২.৩	২৬.৯	২৬.০০
	সৈয়দপুর	৪	১১৭	-৯৬.৬	৩	৯১	৬১	৩৪.৫	৩২.৬	২৭.১	২৬.১০
	তেঁতুলিয়া	১০	**	***	৩	৯৬	৬৩	৩৪.২	**	২৬.৩	**
	ডিমলা	৫	৭৪	***	১	৯৫	৬৬	৩৪.১	৩৩.৫	২৭.১	২৬.৮০
	রাজারহাট	১	১৩	***	১	৯৩	৬৩	৩৪.৩	৩৩.৭	২৬.৮	২৬.৬০
খুলনা	খুলনা	২০৭	৮৩	***	৮	৯৮	৭৬	৩১.৫	৩২.৬	২৬.২	২৬.৪০
	মংলা	২৩৯	৮৪	***	৭	৯৮	৭৯	৩১.৮	৩২.২	২৬.২	২৬.৪০
	সাতক্ষীরা	**	৮৫	***	**	**	**	**	৩২.৫	**	২৬.৩০
	যশোর	**	৭৪	***	**	**	**	**	৩৩.১	**	২৬.১০
	চুয়াডাঙ্গা	১০৫	৫৮	***	৬	৯৭	৭২	৩২.৫	৩৩.৩	২৬.০	২৬.২০
	কুমারখালী	১০০	৪৫	***	৮	৯৮	৫৮	২৮.৬	৩২.৯	২৬.৫	২৬.৮০
	কয়রা	**	**	***	**	**	**	**	**	**	**
বরিশাল	বরিশাল	২৪৫	৯৮	১৫০	৮	১০০	৭৪	৩১.৭	৩১.৮	২৫.৮	২৫.৯০
	পটুয়াখালী	১৬০	১৩৩	***	৯	৯৯	৭৯	৩১.৫	৩১.৭	২৬.২	২৬.১০
	খেপুপাড়া	**	১২৭	***	**	**	**	**	৩১.৩	**	২৬.০০
	ভোলা	১৯৮	১১২	***	৮	৯৮	৭৭	৩১.৫	৩১.৫	২৫.৬	২৬.১০
	হিজলা	**	০	***	**	**	**	**	০	**	০.০০
	মনপুরা	**	০	***	**	**	**	**	০	**	০.০০

Analyses contained in this bulletin are based on preliminary data. ** Data not received ***Deviation N/A

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

বন্যা পরবর্তী বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

প্রকাশের তারিখ: ২৫/০৮/২০২৪

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে। বন্যা পরবর্তী সময়ে বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমন ধানসহ অন্যান্য ফসল রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত পরামর্শসমূহ প্রদান করা হলো:

- বন্যা উপদ্রুত সকল এলাকায় ব্রি উদ্ভাবিত আলোক সংবেদনশীল উফশী জাত যেমন- বিআর৫, বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৫৪ এবং আলোক সংবেদনশীল স্থানীয় জাত যেমন নাইজারশাইল, রাজাশাইল, কাজলশাইল ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরাসরি বপন এবং ১৫ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে রোপণ করতে হবে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর ব্রি ও বিনা উদ্ভাবিত স্বল্প জীবনকালীন জাত যেমন- ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭৫, বিনা ধান-৭ এবং বিনা ধান-১৭ সরাসরি বপন পদ্ধতিতে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত শুধুমাত্র নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর ও বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন্যা আক্রান্ত এলাকায় চাষ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য বন্যা উপদ্রুত কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুরসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে স্বল্প জীবনকালীন জাত এ মুহূর্তে চাষ করা যাবে না।
- যেসব এলাকায় বীজতলা করার উঁচু জমি নেই সে সমস্ত এলাকায় ভাসমান বা দাপোগ বীজতলা অথবা ট্রেতে চারা তৈরির পদক্ষেপ নিতে হবে।
- বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ার পর যেসব ক্ষেতের ধান গাছ বেঁচে আছে সেসব গাছের পাতায় কাদা বা পলিমাটি লেগে থাকলে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ৭ দিন পর পরিষ্কার পানি স্প্রে করে পাতা ধুয়ে দিতে হবে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ৮-১০ দিন পর ধান গাছে নতুন কুশি দেখা দিলে বিঘা প্রতি ৭-৮ কেজি ইউরিয়া এবং ৫-৬ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করুন। এছাড়াও গাছের বৃদ্ধি পর্যায় বিবেচনা করে অনুমোদিত মাত্রার ইউরিয়া ও পটাশ সার প্রয়োজন অনুযায়ী উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- বন্যায় আক্রান্ত হয়নি এমন বাড়ন্ত আমন ধানের গাছ (রোপণের ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত) থেকে ২-৩ টি কুশি শিকড়সহ তুলে নিয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ধান ক্ষেতে রোপণ করা যেতে পারে।
- বন্যামুক্ত বা বন্যা উপদ্রুত এলাকায় যেখানে আমন ধানের বেশী বয়সের চারা (সর্বোচ্চ ৬০ দিন বয়স্ক) পাওয়া যাবে তা বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর গোছাপ্রতি ৪-৫ টি চারা ঘন করে ২০ X ১৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করতে হবে। উল্লেখ্য, শেষ চাষের সময় প্রয়োজনীয় টিএসপি (বিঘা প্রতি ১০ কেজি) ও এমওপি (বিঘা প্রতি ১৪ কেজি) সার প্রয়োগ করতে হবে এবং রোপণের ৭-১০ দিন পর বিঘা প্রতি ২০-২৫ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- বন্যা পরবর্তীতে ধান গাছে খোলপোড়া এবং পাতাপোড়া রোগ হতে পারে। সুষম মাত্রায় সার ব্যবহারসহ খোলপোড়া রোগ দমনে প্রোপিকোনাজল/নেটিভো/এমিস্টার টপ বিকাল বেলা অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। পাতাপোড়া রোগ দমনে বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।
- বন্যা পরবর্তী সময়ে ধান ক্ষেতে পাতা মোড়ানো এবং বাদামি গাছফড়িং এর আক্রমণ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনাসহ নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করে ব্যাপক আক্রমণ হওয়ার পূর্বেই উপযুক্ত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- ধান, সবজি ও অন্যান্য দন্ডায়মান ফসলের জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- বন্যা কবলিত জমি থেকে পানি নেমে যাওয়ার পর নতুন সবজি চাষ করুন।
- পুকুর বা জলাশয়ের পাড় ভেঙে গেলে দ্রুত মেরামত করুন বা ভাঙা অংশে জাল/বানা দিয়ে ঘিরে ফেলুন।
- বন্যার পানির সাথে ভেসে আসা অনাকাঙ্খিত মাছ পুকুরে প্রবেশ করলে তা ধরে ফেলুন।

- বন্যার পানি নেমে গেলে স্থানীয় মৎস্য অফিসের পরামর্শ অনুযায়ী পুকুরে পরিমাণমত চুন এবং লবন প্রয়োগ করুন।
- বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে বন্যা পরবর্তী সময়ে গবাদিপশু ও হাঁসমুরগির নানা ধরনের রোগবালাই দেখা দিতে পারে যেমন- গরুর খুরা রোগ, গলাফোলা রোগ, তড়কা, বাদলা, হাঁসমুরগির রাণীক্ষেত, ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর ইত্যাদি এবং পরজীবী বা কৃমির আক্রমণ। তাই বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে গবাদিপশু ও হাঁসমুরগিকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের সহযোগিতা ও পরামর্শে প্রতিষেধক টিকা প্রদান এবং কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করুন।

(ড. মো: শাহ কামাল খান)
প্রকল্প পরিচালক
যোগাযোগ নম্বর: ০১৭১২১৮৪২৭৪
ইমেইল: kamalmoa@gmail.com